তারিখ ... ৯/১১/২০০০
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

216

পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ

গত ২৬ অক্টোবর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কাজের বর্ষপূর্তি পালন করা হইয়াছে। তবে উহা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে করা হয় নাই। একটি কলেজের 'প্রাক্তন' ছাত্রছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে দিনটিকে স্মরণ করেন। প্রাক্তন শব্দটিতে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিবার কারণ রহিয়াছে। কলেজে তাহাদের পাঠ সমাপ্তির বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নহে। নিশ্চিত হওয়া গেলে তাহাদের অনেকের জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইতে পারিত। অপর সকলে নূতন উদ্যমে চেষ্টা করিতে পারিতেন সফলতা লাভের। এখন কেহই তাহাদের ভাগ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারিতেছেন না। সকলেই আশা-নিরাশায় দুলিতেছেন। এই অনিশ্চয়তার সূচনা হইয়াছিল গত বৎসর ২৬ অক্টোবর। সেদিন শুরু হইয়াছিল মাস্টার্স শেষ পর্বের ১৯৯৬ সালের ব্যাচের চূড়ান্ত পরীক্ষা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাটি গ্রহণ করিয়া নিশ্চুপ হইয়া রহিয়াছে। ফল প্রকাশ করিতেছে না। যুগান্তরের টাংগাইল প্রতিনিধি জানাইয়াছেন, পরীক্ষা শুরুর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সেখানকার সাদৎ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পরীক্ষার্থীরা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ক্ষোভ ও হতাশার সঙ্গে তাহারা জানান, তাহাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ না করিয়াই ১৯৯৭ সালের ব্যাচের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে। ঘোষণা করা হইয়াছে ১৯৯৮ ব্যাচের পরীক্ষার তারিখও। পরীক্ষার্থীরা অবিলম্বে তাহাদের ফল প্রকাশের দাবি জানান।

সাদৎ কলেজের 'প্রাক্তন' ছাত্রছাত্রীরা যে দাবি তুলিয়াছেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সঙ্গত। আগেও আরও অনেকে সে দাবি তুলিয়াছেন। যুগান্তরসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে না। তাহারা সম্ভবত উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না যে, পরীক্ষা গ্রহণ করিলে যথাসময়ে ফল প্রকাশ করাও অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় পরীক্ষার্থীরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভুগিতে থাকেন। তাহাদের জীবনের এক বা একাধিক মূল্যবান বৎসর নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা না পারেন পেশাজীবনে প্রবেশ করিতে, না পারেন পুনরায় পরীক্ষার প্রস্তুতি লইতে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য আগেই শ্রবণ করা গিয়াছে। তাহারা বলিয়া থাকেন, পরীক্ষকদের নিকট হইতে উত্তরপত্র ফিরিয়া পাওয়া যায় নাই। ফলে এই সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তরপত্র পাইবার আগে যে ফল প্রকাশ সম্ভব নহে, তাহা সত্য। কিন্তু কেন উহা পাওয়া যাইতেছে না? পাওয়ার চেষ্টা ঠিকমতো করা হইতেছে তো? পাওয়া না গেলে কি করা হইবে, তাহা কি ঠিক করা হইয়াছে? পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি লইয়াই এই সব প্রশ্ন তুলিতে হইল। কর্তৃপক্ষও হয়তো পুনরুক্তি করিবেন যে, অমুক-অমুক পরীক্ষক উত্তরপত্র স্ব-স্ব গৃহে ফেলিয়া রাখিয়া অধিকতর জরুরি কাজে সুদূরে কোথাও গিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া উত্তরপত্র প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তাহারা কবে ফিরিবেন বা আদৌ ফিরিবেন কিনা, সে কথা কি খোঁজ করিয়া দেখা হইয়াছে? দায়িত্বজ্ঞানহীন পরীক্ষককে উত্তরপত্র দিয়া নিশ্চুপ থাকাও কি দায়িত্বহীনতা নহে? কর্তৃপক্ষ কি উহাই দেখাইতে থাকিবেন?

ছাত্রছাত্রীদের জীবনের যে অনিশ্চয়তা দূর করিবার অঙ্গীকার করিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সেই অনিশ্চয়তাই নূতন করিয়া সৃষ্টি করা হইতেছে। ইহা গুরুতর অপরাধ। এই অপরাধ স্খলনে যতটা বিলম্ব করা হইবে, দোষ ততটাই বাড়িয়া যাইবে। শেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বই অর্থহীন হইয়া পড়িবে। কর্তৃপক্ষের জন্য উহা খুব সুখের হইবে না।